23296 - যে সব ওজর বা অজুহাতের কারণে রমযানের রোযা না-রাখা বৈধ

প্রশ্ন

রমযানের রোযা না-রাখাকে বৈধকারী অজুহাতগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র তাদের উপর রোযা রাখা ফরয করেছেন যাদের রোযা রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরয়িত অনুমোদিত ওজরের ভিত্তিতে রোযা না-রাখাকেও বৈধ করেছেন। যেসব শরয়ি ওজরের কারণে রোযা না-রাখা বৈধ সেগুলো হচ্ছে:

এক: রোগ:

রোগ মানে হচ্ছে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামা বলেন: রোগের কারণে রোযা না-রাখা বৈধ হওয়া মর্মে আলেমগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (অর্থ- আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে, আর কেউ রোযা রাখতে না চাইলে সে ফিদিয়া দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।) নাযিল হল, তখন ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সক্ষম লোকদের ওপর শুধুমাত্র রোযা রাখা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ আয়াত পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করে দেয়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে যে অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগ বেড়ে যাওয়া, কিংবা আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়া কিংবা কোন অঙ্গহানি ঘটার আশংকা করে তার জন্য রোযা না-রাখা বৈধ। বরং রোযা না-রাখাই সুন্নত; রোযা

রাখা মাকরূহ। কনেনা কোন কোন ক্ষত্রেে রোযা রাখার পরণিতি মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং এর থকেে বঁচেে থাকা আবশ্যক। অতএব, জনেে রাখুন, রোগরে কষ্ট ব্যক্তকিে রোযা না-রাখার বধৈতা দয়ে। পক্ষান্তর, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করনে, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়যে নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তরি কষ্ট হয় সক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বধৈ সে সফররে ক্ষত্রেে শর্ত হচ্ছ:ে

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়রে মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোন গুনার কাজে না হওয়া। বরং জমহুর আলমেরে নকিট স্বীকৃত কোন উদ্দশ্যে সফর করা। কনেনা, রোযা না-রাখার অনুমতি একটি রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লপ্তি ব্যক্তি এ সুযোগ পতেে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারো ভ্রমণরে ভত্তিি যদি গুনার উপর হয়; যমেন- ডাকাতি করার জন্য সফর করা।

(কোন ক্ষত্রেে সফররে অনুমোদতি রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতক্রিমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফরি তার নজি দশেে ফরেত আসে ও নজি এলাকায় প্রবশে কর;ে যে এলাকায় সে স্থায়ীভাবে বসবাস কর।ে

২। যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নয়িত কর,ে কংিবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নয়িত করনে এবং সে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সক্ষেত্রেে তনিি মুকীম হয়ে যাবনে। তখন তনিি নামাযগুলো পরপিূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবনে, রোযা রাখবনে; রোযা ছাড়বনে না; যহেতেু তার সফররে হুকুম শষে হয়ে গছে।ে

তনি: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

ফকিাহ শাস্ত্রে বশিষেজ্ঞ আলমেগণ একমত য,ে গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারনিী নারীর জন্য রমযানরে রোযা না-রাখা বধৈ; এই শর্তে যে তারা নজিদেরে কংিবা সন্তানরে অসুস্থতার কংিবা রোগ বৃদ্ধরি, কংিবা ক্ষতরি কংিবা মৃত্যুর আশংকা কর।ে এই রুখসত বা ছাড়রে পক্ষে দললি হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কংিবা সফরে থাকবে সে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করব।ে” এখানে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দশ্যে নয়; কনেনা যে রোগরে কারণে রোযা রাখতে

অসুবধিা হয় না সে রোগরে কারণে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ নইে। এখানে রোগ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে। উদ্দশ্যে হচ্ছ, যে অবস্থার পরপ্রিক্ষেতিে রোযা রাখলে স্বাস্থ্যরে ক্ষতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দশ্যে। এখানে এ অর্থ পাওয়া গছে। তাই এ বষিয়দ্বয় রোযা না-রাখার অবকাশরে আওতায় পড়ব। আরকেটি দলিল হচ্ছে আনাস বনি মালকি আল-কা'বি (রাঃ) এর হাদসি: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে, নশ্চিয় আল্লাহ্ মুসাফরিরে উপর থকেে রোযা ও অর্ধকে নামায মওকুফ করছেনে এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারনিী নারীর উপর থকেে রোযা মওকুফ করছেনে। হাদসিরে অন্য একটি রওেয়ায়তেে الحامل أو المرضع শব্দরে পরবির্তে والمرضع الحبلى শব্দদ্বয় এসছে।

চার: বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা:

বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা নম্নিোক্ত বষিয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করব:

জ্বরাগ্রস্ত বৃদ্ধ: যার শক্তি নঃিশষে হয়ে গছে কংিবা তনিি নজিে মৃত্যুর উপক্রম, প্রতদিনি ক্ষয় হতে হতে তনিি মৃত্যুর দকিে এগয়িে যাচ্ছনে।

এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নইে; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লখেতি ব্যক্তবির্গরে রোযা না-রাখার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী, "আর যাদরে জন্য সয়িাম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবির্তে ফদিয়িা দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে, এ আয়াতে কারীমা রহতি হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বধিান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্ষত্রেে; যারা রোযা রাখতে পারনে না, তারা রোযার পরবির্তে প্রতদিনি একজন মসিকীনকে খাদ্য দবিনে।

পাঁচ: ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ফলে অস্বাভাবকি দুর্বলতা:

তীব্র ক্ষুধা কংিবা প্রচণ্ড তৃষ্ণা যাকে অস্বাভাবকি দুর্বল করে ফলেছে; সইে ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর পরমিাণ খাদ্য খাবে এবং সে দনিরে অবশষ্টিাংশ উপবাস কাটাব। আর এ রোযাটি কাযা পালন করব।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্বাভাবকি দুর্বলতার সাথে আলমেগণ শত্রুর সাথে সম্ভাব্য কংিবা সুনশ্চিতি মোকাবলিার ক্ষত্রেে দুর্বল হয়ে পড়াকওে অন্তর্ভুক্ত করছেনে; যমেন শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হল: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনশ্চিতিভাবে কংিবা প্রবল ধারণার ভত্তিতিে যুদ্ধরে বষিয়টি জাননে যহেতেু তনিি শত্রুর মোকাবলিাতে রত রয়ছেনে এবং রোযা রাখার কারণে শারীরকি দুর্বলতার আশংকা করনে; অথচ তনিি মুসাফরি নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধরে পূর্বে রোযা ভঙ্গে ফলো জায়যে আছ।

ছয়: জবরদস্তরি শকিার:

জবরদস্তি হচ্ছে: শাস্তরি হুমকি দওেয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তকিে কোন কাজ করতে কংিবা না- করতে বাধ্য করা; যে ব্যাপারে সে ব্যক্তি নজিে থকেে রাজি নয়।